গাংনীতে গৃহবধুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ দুই যুবকের বিরুদ্ধে

গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি কাজিপুর গ্রামে এক গৃহবধুকে ধর্ষণের অপচেষ্টা চালিয়েছে পিন্টু (২৪) ও তার সহযোগী আশিক (২২) নামের দুই যুবক।

পিন্টু কাজিপুর গ্রামের বর্ডারপাড়া এলাকার বাবর আলীর ছেলে ও আশিক একই পাড়ার লিয়াকত আলীর ছেলে।

স্থানীয় মাঠের নিজ জমিতে ওই গৃহবধু গ্যামা ঘাস কাটতে গেলে এ ঘটনা ঘটে। গৃহবধু বাদী হয়ে গাংনী থানায় ধর্ষণের অপচেষ্টার অভিযোগ এনে মামলা দিয়েছেন।

স্থানীয় কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নং ওয়ার্ডের সদস্য আজিজুল হক বলেন, প্রবাস ফেরতের স্ত্রী বাড়ির পাশেই তার নিজ জমিতে গ্যামা ঘাস কাটতে গেলে পিন্টু ও আশিক নামের দুই যুবক তাকে জড়িয়ে ধরে শ্লিলতাহানির চেষ্টা চালিয়েছে বলে ওই গৃহবধু অভিযোগ করেছেন। যেহেতু বিষয়টি স্পর্শকাতর তাই থানায় মামলা করার পরামর্শ দিয়েছি।

ওই গৃহবধু জানান, আমি আমার বাড়ির গবাদী পশুর জন্য বাড়ির পাশেই নিজের জমির গ্যামা ঘাস কাটতে গেলে পিন্টু আমাকে জড়িয়ে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। আমি চিৎকার দিলে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। পরে তারা পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, আশিকের বিরুদ্ধে এর আগেও ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। স্থানীয়দের ম্যানেজ করে সে যাত্রায় পার পেয়েছে। তারা স্থানীয় এক ফেনসিডিল ব্যবসায়ীর ফেনসিডিল বহনকারী হিসেবে কাজ করে বলে জানান স্থানীয়রা।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রাত ৮.১২ মিনিটের ওই গৃহবধু গাংনী থানায় মামলা করার জন্য অপেক্ষা করছেন বলে জানান। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমি একটু বাইরে আছি। থানায় গিয়ে অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষ আইনগত ব্যবস্থা নেবো।

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদা কৃষি অফিসারের বিরুদ্ধে প্রান্তিক কৃষকদের সাংবাদিক সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতি ও মুখ চিনে সরকারি প্রণোদনা দেয়ার অভিযোগ তুলে বঞ্চিত প্রান্তীক কৃষকরা দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে।

বুধবার দুপুর ১ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা প্রান্তিক কৃষকরা এ সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বঞ্চিত প্রান্তিক কৃষকরা

লিখিত বক্ত্যেবে বলেন, আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ বিভিন্ন গ্রামের প্রান্তিক কৃষক। আমরা দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষক সমাজের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের বিনামূল্যে দেওয়া বিভিন্ন কৃষি উপকরণের কৃষি প্রদর্শনী চাষ সহ প্রণোদনার সুবিধা কোনো প্রকার বরাদ্দ ও সুযোগ-সুবিধা পাই না।

কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন-কল্যানে সরকারের মহতি উদ্যোগ বাঁধা গ্রস্ত হয়েছে বলে আমারা কৃষক হিসেবে বুঝতে পেরেছি। আমাদের জানামতে, দামুড়হুদা উপজেলার বেশীরভাগ প্রাপ্তিক কৃষকরা সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান তার নিকট আত্মীয় সামসুল ইসলাম মেম্বারকে দামুড়হুদা উপজেলা কৃষক সংগঠন সিআইজির সভাপতি বানিয়ে সরকারের বরাদ্দকৃত কৃষি উপকরণ, প্রণোদনা ও প্রদর্শনী প্লটের বরাদ্দ সহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণে ব্যাপক অনিয়ম করে আসছেন।

যা মাঠ পর্যায়ে তদন্ত করলে প্রদর্শনী প্লটে ব্যাপক অনিয়ম ও দূর্ণীতি ধরা পড়বে। কৃষিক্ষাতে উন্নয়নে সরকারের মহতি কমসূচির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মাত্রা এ ধরনের কৃষি কর্মকর্তার অনিয়মের কারনে ব্যাহত হচ্ছে ।

এ এলাকার সরকারি সুবিধা বঞ্চিত কৃষকদের জোরদাবী দামুড়হুদা

উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কৃষি প্রকল্প সমূহ সরজমিন তদন্ত ও প্রকৃত কৃষকরা যাতে সরকারি কৃষি সুবিধা পাই সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ।

সেই সাথে সম্প্রতি দামুড়হুদা কৃষি অফিসার কতৃক সাংবদিক লাঞ্চিত ঘটনার তিব্র নিন্দা, প্রতিবাদ ও তদন্ত পূর্বক শাস্তির দাবি জানায়।

এসময় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়স কুষক জেটের সভাপতি মোঃ মনোয়ার হোসেন, কৃষক মোঃ আনিসান তুহিন, মোঃ শফিকুল ইসলা, মোঃ মিজানুর রহমান, মোঃ সাইদুর রহমান মোঃ জুনায়েদ হোসেন সহ উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা প্রান্তিক কৃষক ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাব ও দর্শনা প্রেসক্লাব এর সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

মেহেরপুরে প্রবাসীর স্ত্রীকে ফেনসিডিল দিয়ে ফাঁসানো ও টাকা নিয়েও না ছাড়ার অভিযোগ তিন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে

অন্যে’র জমির উপরের একটি বিচালীর স্তুপের নিচ থেকে ফেনসিডিল উদ্ধার করে প্রবাসীর স্ত্রী হাদিছা খাতুনকে আটক করে মামলায় ফাঁসিয়েছে পুলিশ এমন অভিযোগ প্রবাসীর পরিবার ও প্রতিবেশীদের। শুধু তাই নয়, ছেড়ে দেওয়ার নাম করে ৬০ হাজার টাকাও নিয়েছে, কিন্তু না ছেড়ে মামলা দিয়ে চালান করা হয়েছে।

এসকল অভিযোগ করা হয়েছে অভিযানে যাওয়া সদর থানা পুলিশের তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তারা হলেন- এরা হলেন, মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অরুক কুমার, এসআই সঞ্জীব কুমার পাল ও এএসআই ইব্রাহিম।

এদিকে হাদিছার বাড়ির সামনে থেকে বিচালীর পালা থেকে ফেনসিডিল

প্রতিবেশী হাসিনা খাতুন বলেন, হাদিছাকে ফাঁসানোর পর ইব্রাহিম দারোগা আবারো এলাকায় এসে হুমকী ধামকী দিয়েছে। সে আমার বাড়িতে গিয়ে আমার স্কুল পড়ুয়া মেয়েকে নানাভাবে জিজ্ঞাসা করেছে তার বাবা কোথায়? তার বাবা কিভাবে টাইলসের বিল্ডিং বানিয়েছে। এই ঘরে বসবাস করা বের করবে বলেও হুমকী দেই সে। তার হুমকির প্রতিবাদ করাই সে আমাকেও গ্রেফতার করবে বলে হুমকি দেই।

তিনি আরো বলেন, হাদিছাকে ছেড়ে দেওয়ার নাম করে ২ লাখ টাকা দাবী করেন তারা। পরে ইব্রাহিমের হাতে ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। আমি ও বারেক আলী মিলে টাকা দিয়েছি।

প্রতিবেশী সবেদা খাতুন, সিমা খাতুন সুর্মিলা খাতুন বলেন, এলাকার মাদক ব্যবসায়ীদের না ধরে একজন নিরীহ নারীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে পুলিশ। আমাদের চোখের সামনে হাদিছার বাড়ির সামনের বিচালীর পালা থেকে ফেনসিডিল উদ্ধার করলেও পুলিশ সেটি হাদিছার ঘর থেকে উদ্ধার করেছে বলে মামলায় উল্লেখ করাই ওই তিন দারোগার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

তবে, হাদিছার মা খোদেজা খাতুন বলেন, আমার ছেলে আনারুল খারাপ মানুষ। তার ব্যাপারে আমি কিছু বলবো না। কিন্তু আমার মেয়েকে মিথ্যা মামলা দিয়ে ফাঁসানো হয়েছে। আমি তাদের বিচার চাই।

রোজিফা নামের স্থানীয় এক নারী বলেন, এলাকার মানুষ কিভাবে পাকা ঘর বানিয়েছেন সেই হিসাব নেই ইব্রাহিম দারোগা। এই এলাকার মানুষ কি ওই দারোগার ভাত খেয়ে ঘর বানাচ্ছে?

হাদিছা খাতুনের মেয়ে পাপিয়া খাতুন বলেন, আমার মা কে কোনদিন কোন অন্যায় করতে দেখি নি। ষড়যন্ত্র করে আমার মাকে ফাঁসানো হয়েছে। এর ফলে ফলে আমার মা ও আমার সংসার ভাঙার পথে। আমার একমাত্র ভাইয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হওয়ার পথে। এর দায় কে নেবে? আমরা ওই পুলিশ কর্মকর্তাদের উপযুক্ত বিচার চাই।

অভিযুক্ত এএসআই ইব্রাহিম বলেন, হাদিছার ভাই আনারুল ইসলাম একজন মাদক ব্যবসায়ী। হাদিছার বাড়িতে মাদক মজুদ রেখে ব্যবসা করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বাড়ির ছাদ ও শিড়ির নিচে থেকে ১৬০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করি। এসময় আনারুল ইসলামসহ দুই জন পালিয়ে যায়। হাদিছার বাড়ি থেকে ফেনসিডিলগুলো উদ্ধার হওয়ার কারনেই তাকে আটক করা হয়েছে। তাকে আটক করে কি ভুল করেছি আমরা বলে সাংবাদিকদের উল্টো প্রশ্ন করেন। তবে, ৬০ হাজার টাকা